(Inception Report) দাখিল করেছেন। প্রকল্পের কাজ শেষ হলেই পানি সরবরাহ কার্যক্রমের জন্য পানি শোধনাগার সংস্কার/নির্মাণ, নতুন টিউবয়েল স্থাপন, জরাজীর্ণ ও পুরাতন পানির লাইন প্রতিস্থাপনের কাজ শুরু হবে।

▶ পানির জরুরি সংকট মোকাবেলায় নিজস্ব অর্থায়নে ১৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের কার্যক্রম নেয়া হয় যার মধ্যে ৯টি স্থাপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৬নং ওয়ার্ডে (সনখোলায়) ১টি নলকূপ স্থাপন কাজ শেষ হয়েছে যা শীঘ্রই চালু হবে।

▶ ইতোমধ্যে ই-পানি সরবরাহ বিলিং সফটওয়্যারের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বিল প্রিন্ট কার্যক্রম চলমান আছে।

▶ মিটারবিহীন ১০টি ডিপ টিউবওয়েলের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাসকল্পে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল মনিটরিং এর জন্য Supervisory Conrol And Data Acquisition (SCADA) সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

▶ গোদনাইলে ভারতীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় ২.৫ কোটি লিটার/দিন (২৫ এমএলডি) ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন পানি শোধনাগার নির্মাণের জন্য ৫০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং Drinkwell এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঘনবসতিপূর্ণ নারায়ণগঞ্জ নগরীতে প্রায় ২০ লক্ষের অধিক লোকের বসবাস এবং এখানে গড়ে প্রতিদিন ১২ কোটি লিটার পানির চাহিদা রয়েছে। নগরবাসীর দীর্ঘদিনের দুর্ভোগ নিরসন এবং সবার জন্য নিরাপদ, সুপেয় এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পানি সরবরাহের জন্য নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং Drinkwell এর মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় প্রথাগত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে নতুন করে ভূগর্ভস্থ্য পানির সন্ধান এবং পাম্প এর মাধ্যমে পানি উত্তোলন করা হবে যা পরবর্তীতে পরিশোধনের পর নগরবাসী সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পারবে।

প্রিয় নগরবাসী,

কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রশাসনিক কাজ প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, বার্ষিক উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত, জাতীয় সংসদের বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর প্রেরণ, সিটি পরিষদের মাসিক সভা আয়োজন, সরকার ঘোষিত সকল জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব যথাযথভাবে উদযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন, নগরবাসীর সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সেবা ফরম (নাগরিক সনদ, উত্তরাধিকার সনদ) সরবরাহ ইত্যাদি। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন। জনগণের সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে সম্প্রতি ৫২জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্পোরেশনের বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য আইন শাখা কাজ করে যাচ্ছে। সাবেক নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা (২০০৩) হতে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মোট ২৭০টি মামলা বিচারাধীন ছিল। তন্মধ্যে সাবেক নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার পক্ষে ৫টি মামলার রায়, নারায়ণগঞ্জ সিটি

কর্পোরেশনের পক্ষে ১৬৮টি মামলায় রায় এবং ৯টি মামলার রায় সিটি কর্পোরেশনের বিপক্ষে হয়। বর্তমানে বিচারাধীন মামলা রয়েছে ৮৮টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— তানজিম এসোসিয়েশন, রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট, আলী আহাম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার ও মিলনায়তন সংলগ্ন বিনোদন সুপার মার্কেট, মাসদাইর জবাইখানা সংলগ্ন পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস, নবীগঞ্জ মৃধা বাড়ী সংলগ্ন ভূমি, কদমরসুল আঞ্চলিক কার্যালয় সম্মুখস্থ (রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে) ভূমি, সিদ্ধিরগঞ্জ ধনকুন্ডা মৌজায় দোলনচাপা সিটি প্লাজার ভূমিসহ অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে **প্রায় ২৮ একর ১৯ শতাংশ ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে**।

সম্পত্তি বিভাগের রেকর্ড অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের **নিজস্ব মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩২৩.৮০৮২ একর**। এছাড়া কদমরসুল অঞ্চলে ৬৬.১৭৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। নাগরিক সুবিধা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সকল ভূমিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাণিজ্যিক কাম আবাসিক ভবন, বিনোদন পার্ক, রাস্তা-ঘাট ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ডাম্পিং গ্রাউন্ড স্থাপন, খেলার মাঠ উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ এবং জলাধার সংরক্ষণের জন্য পুকুর ও খাল পুনঃখনন ও সৌন্দর্যবর্ধনসহ নানা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সম্মানিত সুধী,

স্থানীয় সরকারের অন্যতম উদ্দেশ্য জনগণকে সেবা প্রদান করা। এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থানীয় রাজস্বের অন্যতম উৎস হচ্ছে হোল্ডিং ট্যাক্স। গত অর্থবছরে এ খাতে মোট দাবী ছিল ৬৭ কোটি ৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৮৩ টাকা, তৎমধ্যে আদায় হয়েছে ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬৭৩ টাকা, বকেয়া রয়েছে ৩৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৬০ হাজার ৭১০ টাকা। আদায়ের হার ৪৮.১৭%।

সিটি কর্পোরেশন করারোপন বিধিমালা, ১৯৮৬ মোতাবেক প্রতি ৫ বছর পর পর পঞ্চবার্ষিক এসেসমেন্ট এর মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন হোল্ডিং সমূহের স্থাপনার মূল্যায়ন ও পৌরকর নির্ধারণ করা হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গঠিত হওয়ার পর সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল অঞ্চলে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২০১১ সালের PWD Rate-কে ভিত্তি ধরে সিটি পরিষদ কর্তৃক সহনীয় হারে প্রথম বার এবং একই হারে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে দ্বিতীয় বার স্থাপনার মূল্যায়ন ও পৌরকর নির্ধারণ করা হয়। উল্লেখ্য, PWD Rate অনুসারে যেখানে প্রতি বর্গফুট মূল্যায়ন ৩০ টাকা হয়, সেখানে ১১ টাকা মূল্যায়ন ধরে তার উপর ২২% হারে পৌরকর নির্ধারণ করা হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলেও ঐ একই হারে ২০১৫-২০১৬ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থাপনার মূল্যায়ন ও পৌরকর নির্ধারণ করা হয়। স্থাপনার নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় PWD Rate প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দীর্ঘ ১০ বছর পর সে অনুযায়ী সিটি পরিষদ কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছর হতে সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল অঞ্চলের স্থাপনার মূল্যায়ন করা হয়েছে। **বর্তমান PWD Rate অনুসারে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে যেখানে প্রতি বর্গফুট মূল্যায়ন ১০০ টাকা হয়, সেখানে ২২ টাকা মূল্যায়ন ধরে তার উপর পূর্বের ধার্যকৃত ২২% পৌরকর এর স্থলে ১৭% হারে পৌরকর নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল্যায়নের হার বৃদ্ধি পেলেও কর আরোপের পরিমাণ শতকরা হিসেবে ৫% কমানো হয়েছে যার ফলে তুলনামূলকভাবে পৌরকর কম বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, নগরবাসীর আর্থিক সক্ষমতার কথা বিবেচনা করে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ ছাড়ের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।**

অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন আদর্শ কর তফসিল মোতাবেক স্থাপনার ভাড়াভিত্তিক মূল্যায়নের উপর পৌরকর ধার্য করে থাকে। সে তুলনায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত পৌরকর অনেকাংশে কম।

নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা সীমিত আয়ের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। এরপরও নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণকল্পে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারী বরাদ্দ প্রাপ্তির চেষ্টা অব্যাহত আছে। দাতা সংস্থার অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিজস্ব রাজস্ব আয় বিশেষ করে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে একটি কাঙ্ক্ষিত পর্যায় উন্নিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। রাজস্ব আদায় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নিত করতে না পারলে দাতা সংস্থা হতে বরাদ্দ পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে সকল নগরবাসীকে যথাসময়ে কর পরিশোধের জন্য আহবান করছি। নগসবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হলে আরও বেশি নিজস্ব অর্থের উৎস সৃষ্টি করতে হবে।

সম্মানিত নগরবাসী,

সকল নারী ও পুরুষের জন্য সাশ্রয়ী ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত এবং কার্যকর শিখন-শেখানো পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে। সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ, প্রগতিশীল মানবিক মানুষ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি সৃজনশীল সহপাঠ (সংগীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, অভিনয়, সাঁতার, কারাতে, সাইকেলিংসহ বিভিন্ন খেলাধুলা, কম্পিউটার, ইংরেজি ও আরবী ভাষা শিক্ষা ইত্যাদি) কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ১৬নং ওয়ার্ডের শেখ রাসেল পার্ক সংলগ্ন **কলরব কিন্ডার গার্টেন স্কুল,** ১৫নং ওয়ার্ডের নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানা সংলগ্ন **অপরাজিতা নগর বিদ্যালয়** নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ২১নং ওয়ার্ডে **সোনাকান্দা প্রাথমিক বালক বিদ্যালয়,** ২৩নং ওয়ার্ডে **লালমিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়** ও **কদমশরীফ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়** পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এসব স্কুল নির্মাণের ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সকলের জন্য শিক্ষা লাভের সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে, শিক্ষার হার ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

নারায়ণগঞ্জ ও জাপানের নারুতো সিটির সাথে 'ফ্রেন্ডশিপ সিটি' চুক্তি স্বাক্ষর

বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম দেশ জাপানের নারুতো নগরীর মেয়র মিচিহিকো ইজুমি এর আমন্ত্রণে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল নারুতো নগরী সফর করেছে। ২০২০ সালে নারুতো নগরীর সাথে নারায়ণগঞ্জ নগরীর একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে নারুতো নগরীর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি এবং জাপানের নারুতো সিটির সাথে সম্পর্কের নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং মানবসম্পদ বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় নগরীর সমৃদ্ধি অর্জন। বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নগর ভবন প্রাঙ্গণে আগামী নভেম্বর ২০২৩ এ একটি **মৈত্রী বিপণী** উদ্বোধন করা হবে। এছাড়াও নগর ভবন প্রাঙ্গণে ও শেখ রাসেল পার্কে ৩০টি চেরি গাছ

রোপণ করা হবে।

নারায়ণগঞ্জ নগরীতে মুসুবু জাপানিজ ভাষা স্কুল ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন

নারায়ণগঞ্জ নগরীতে জাপানিজ ভাষা বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং কাইকম সল্যুশান জাপান বিডি কোং লিমিটেড এর মধ্যে একটি 'সহযোগিতা চুক্তি' সম্পাদিত হয় এবং ৭ জুন ২০২৩ তারিখে মুসুবু জাপানিজ ভাষার স্কুল ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (এনসিসি শাখা)-এর শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানীত জাপানী রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনরি উপস্থিত থেকে নারায়ণগঞ্জ নগরীর সাথে নারুতো নগরীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণসহ অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এই চুক্তির উদ্দেশ্য হল নারায়ণগঞ্জ নগরীর জাপানি ভাষায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী করা যা জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি জাপানে গিয়ে কাজ করার সুযোগ এবং বাংলাদেশে অবস্থিত জাপানি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোতে চাকুরী করার সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাচে ১১৪ জন শিক্ষার্থী জাপানি ভাষা এন-৫ স্তর (N5 Level) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। পরবর্তীতে উক্ত শিক্ষার্থীরা জাপানি ভাষার এন-৪ স্তর (N4 Level) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে।

উল্লেখ্য, বিগত ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখ নারায়ণগঞ্জ নগরীর সাথে জাপানের নারুতো নগরীর বন্ধুত্বপূর্ণ নগরী (ফ্রেন্ডশিপ সিটি) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য এবং মানবসম্পদ বিনিময় বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। জাপানি রাষ্ট্রদূত, নারায়ণগঞ্জ নগরীর সাথে নারুতো নগরীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ়করণসহ অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রিয় নগরবাসী,

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন আগামী ২০ বছর সময়সীমাকে বিবেচনা করে একটি পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, সবুজ, পরিবেশবান্ধব, স্বাস্থ্যসম্মত এবং দারিদ্র্যমুক্ত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদে নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মেয়াদের নগর উন্নয়ন পরিকল্পনার তালিকা উল্লেখ করা হলো:

৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা

১. সবুজ এবং পরিকল্পিত নগর গড়ে তোলার জন্যে সমন্বিত ড্রেনেজ মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নসহ ড্রেন নির্মাণ, জলাধার সংরক্ষণ এবং সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা চলমান আছে;

২. নগরীর বিদ্যমান ছোট, বড় ও মাঝারি সড়কসমূহ সম্প্রসারণ, পুনঃনির্মাণ এবং বর্ধিত করাসহ প্রয়োজনীয় ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৩. থ্রি-আর (হ্রাসকরণ, পুনর্ব্যবহার, পুনঃচক্রায়ন) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে কার্বনমুক্ত, পরিচ্ছন্ন নগরী হিসেবে গড়ে তোলা;

৪. নারায়ণগঞ্জ নগরীর পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিটিসিএ এর মাধ্যমে সমন্বিত পরিবহন মহাপরিকল্পনা (Comprehensive Transport Master Plan) প্রণয়ন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

৫. নারায়ণগঞ্জ নগরীর রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল ও লঞ্চ টার্মিনালের সমন্বয়ে মাল্টিমোডাল হাব

নির্মাণের লক্ষ্যে ডিটিসিএ এর মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (Feasibility Study) চলমান রয়েছে;

৬. স্বাস্থ্যসম্মত নগরী গড়ে তোলার জন্যে শতভাগ স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৭. নগরীতে সুপেয় পানি সরবরাহের জন্যে বিদ্যমান পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক মেরামত, নতুন লাইন সম্প্রসারণের পাশাপাশি পানি পরিশোধানাগার নির্মাণ করা;

৮. সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম অটোমেশন করা;

৯. দারিদ্র বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর পরিধি সম্প্রসারণ করা;

১০. যানজট নিরসনে নতুন বাস টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণসহ আধুনিক ও উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেয়া;

১১. সিটি কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধির জন্যে নিজস্ব ভূমিতে মার্কেট এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করা এবং কাঁচা বাজারসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

১২. কালচারাল এবং হেরিটেজ পার্কসহ বিনোদনের জন্য শিশু পার্ক নির্মাণ করা;

১৩. স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, নগর হাসপাতাল এবং এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস বৃদ্ধি করা;

১৪. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানসহ মেডিকেল কলেজ এবং টেকনিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা। ইতোমধ্যে কলরব কিন্ডারগার্টেন স্কুলে প্লে (Play) হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে অপরাজিতা নগর বিদ্যালয় এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;

১৫. নারায়ণগঞ্জ নগরীতে বিদ্যমান ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংস্কার, সৌন্দর্যবর্ধন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে;

১৬. নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;

১৭. সিটি কর্পোরেশনের সকল স্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা;

১০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা

১. আধুনিক সুয়ারেজ সিস্টেম স্থাপন করে ড্রেনেজ সিস্টেমের আরও উন্নতি সাধন করা যাতে কোন প্রকার দূষিত পানি নদীতে পড়তে না পারে;

২. শীতলক্ষ্যা নদীর দুই পাড়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ সহাসড়কের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সার্কুলার রোড নির্মাণ করা।

৩. নারায়ণগঞ্জকে মেট্রো রেলের সাথে সংযুক্ত করে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনপূর্বক যানজট মুক্ত নগরী গড়ে তোলা।

৪. শীতলক্ষ্যা নদীর উপর রোপওয়ে এবং ওয়াটার সার্কুলার সার্ভিস চালু করা।

৫. সিটি কর্পোরেশনের বিদ্যমান এলাকা সম্প্রসারণ করে নাগরিক সেবা প্রদান করা।

২০ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা

১. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভুগর্ভস্থ পানি ব্যবহার পরিহার করে সার্ফেস ওয়াটার ব্যবহারের জন্য আধুনিক পানি শোধণাগার নির্মাণ করা।

২. গৃহস্থালী এবং পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্যযুক্ত পানি শতভাগ পরিশোধন করে নদীতে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩. ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সমন্বিত ইটিপি স্থাপন করা এবং এ জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা।

৪. পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।

৫. শতভাগ শিল্প এবং গৃহস্থালি বর্জ্য পরিশোধনের জন্য সমন্বিত ইটিপি এবং পরিশোধনাগার স্থাপন করা।

৬. শীতলক্ষ্যা নদীর দূষণ ও দখলমুক্ত করে শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে সবুজায়ন করা।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

আপনাদের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ বাস্তবতার নিরিখে আয়ের সাথে ব্যয়ের সঙ্গতি রেখে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আজকের এই বাজেট অধিবেশন সভায় **২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য রাজস্ব ও উন্নয়নে মোট ৬৯৫ কোটি ৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯১৯ টাকার বাজেট ঘোষণা করছি।**

প্রিয় সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

সাংবাদিকতা শুধু একটি পেশা নয়, একটি মহান ব্রত। সাংবাদিকগণ সমাজের বিবেক ও দর্পণ হিসেবে কাজ করেন। সমাজের যে কোন উন্নয়ন এবং পরিবর্তনে আপনাদের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। নগরীর বিভিন্ন সমস্যা, জনগণের মনোভাব, সমালোচনা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমরা আপনাদের মাধ্যমে অবগত হই। এ পর্যন্ত আমি সবসময়ে আপনাদের পাশে পেয়েছি। আমার নির্বাচনের সময় অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে আপনারা কাজ করেছেন। আমার সকল ধরনের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা আমার কাজকে এগিয়ে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আপনাদের প্রতি এ জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আশা করছি ভবিষ্যতেও আপনাদের এ ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, প্রিয় নগরবাসী, সাংবাদিকবৃন্দ, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং প্রিয় কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ,

অনেক কর্মব্যস্ততার মাঝে আজকের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ভবিষ্যতে সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে যে কোন পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

এক নজরে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট
ও
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

	বিবরণ	২০২১-২০২২	২০২২-২০২৩	২০২৩-২০২৪
ক)	**প্রারম্ভিক স্থিতি**	**১৮৮৪০৩৫৮১৩.৫০**	**১৮৭৪৯৮১৮৮৮.৬৬**	**৩০৯৬৬২১৫৭.০৩**
খ)	**আয়**			
	১) রাজস্ব (সাধারণ)	১০১৮৯৯৯৯১১.০০	১১৪৪৪৯৫৯৮৪.৭৮	১৫৪৯৫৬৭৫৪৬.২৭
	২) পানি সরবরাহ	২১৩৩৭৮০০৩.০০	২৪৪৯৫১৯৯৬.৭৩	৩৩৩৩৫৭২১৫.৭৩
	৩) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ণ সহায়তা (থোক)	১৮৩৭৫৬০০০.০০	৮১১৫০০০০.০০	১৮০০০০০০০.০০
	৪) সরকার প্রদত্ত উন্নয়ন সহায়তা (বিশেষ)	০.০০	০.০০	০.০০
	৫) বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প	৮৩৪০৯৭৪২২.০০	৪৭৭৭২১১৪৭.০০	৩৯৩২৩৭২০০০.০০
	৬) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প সহায়তা (ডিপিপি)	২৭১১৮৮০৪১৬.৫৮	২৮৩০৫১১৯৯৪.০০	৬৪৫৮০০০০০.০০
	মোট আয়	৪৯৬২১১১৭৫২.৫৮	৪৭৭৮৮৩১১২২.৫১	৬৬৪১০৯৬৭৬২.০০
গ)	সর্বমোট আয় (ক+খ)	৬৮৪৬১৪৭৫৬৬.০৮	৬৬৫৩৮১৩০১১.১৭	৬৯৫০৭৫৮৯১৯.০২
ঘ)	**ব্যয়**			
	১) রাজস্ব (সাধারণ)	৪৮৬৩৪৫২৯৩.০০	৬৮৩৫৬৫৭২৫.১৫	৯৪৬৪৪০০০০.০০
	২) পানি সরবরাহ	২১৫৫৬০১২৯.৪২	২৪৬৮৫৩৪১২.০০	৩২৮৭২৫০০০.০০
	৩) রাজস্ব উন্নয়ন	৬৯৩৩৬৪৫৯০.০০	৬৭৪২৮২৮২৫.০০	৬৫৭৫১৫০০০.০০
	৪) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১৮৮৪৮৩৩১১.০০	১৬৩৪৫২৫৮১.০০	১৮৪৫০০০০০.০০
	৫) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ডিপিপি)	২২৪৮৫৬৬৩৪৪.০০	৩৭৭৮১৪৪৪৮৩.০০	৬৭১৮৮১৯১৪.০০
	৬) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সহায়তা	১১৩৮৮৪৬০১০.০০	৭৯৭৮৫১৮২৮.০০	৩৯৩২৩৭২০০০.০০
	সর্বমোট ব্যয়	৪৯৭১১৬৫৬৭৭.৪২	৬৩৪৪১৫০৮৫৪.১৫	৬৭২১৪৩৩৯১৪.০০
ঙ)	**সমাপনী স্থিতি (গ-ঘ)**	**১৮৭৪৯৮১৮৮৮.৬৬**	**৩০৯৬৬২১৫৭.০৩**	**২২৯৩২৫০০৫.০২**

প্রস্তাবিত বাজেটে খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের হার

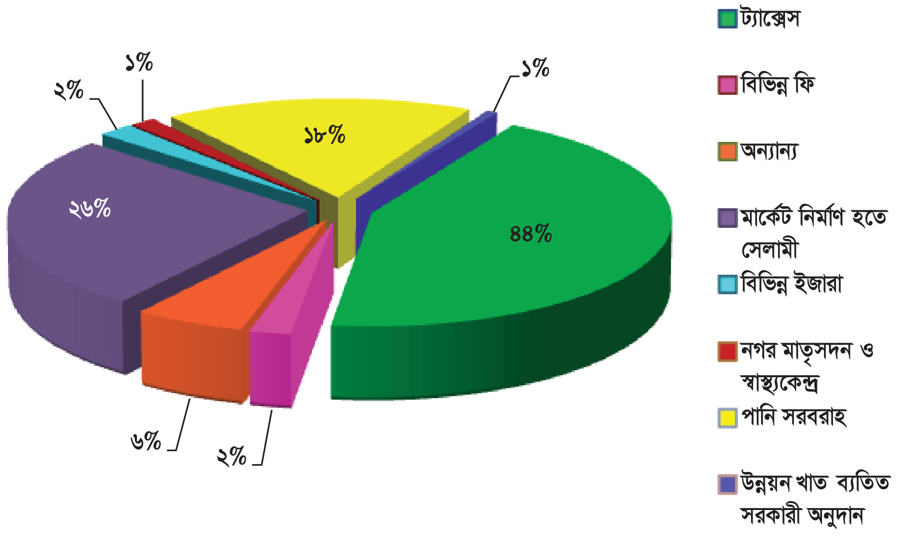

খাতভিত্তিক প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের হার